গুগল ড্রাইভ : ক্লাউড স্টোরেজের নতুন মাত্রা

মেহেদী হাসান

কত জল্পনা, কত কল্পনা-সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে চলতি বছরের এপ্রিলের ২৪ তারিখে সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল তাদের বহুকাঙ্ক্ষিত গুগল ড্রাইভ সেবা চালু করেছে। প্রায় ২০০৬ থেকে যে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল তারই অবসান ঘটিয়ে গুগল ড্রাইভ এখন ইন্টারনেট জগতে আলোচনার তুঙ্গে অবস্থান করছে। ড্রপবক্স বা স্কাইড্রাইভের মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে বাজারে টিকে থাকার জন্য গুগল ড্রাইভ কি কি সুবিধা দিচ্ছে তাই নিয়ে এ লেখা।

গুগল ড্রাইভ কি?

গুগল ড্রাইভ একটি অনলাইন ফাইল স্টোরেজ সেবা, যেখানে একজন কমপিউটার ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় সব ফাইল জমা করে রাখতে পারেন এবং প্রয়োজনে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে তা পুনরুদ্ধার করে কাজে লাগাতে পারেন। অনেকে গুগল ডকসের সাথে গুগল ড্রাইভের তুলনা করলেও গুগল ড্রাইভ তারচেয়েও অনেক বেশি কিছু। গুগল ডকসে অনলাইনে ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশন ফাইল তৈরি ও সম্পাদনা করা যেত। গুগল ড্রাইভে গুগল ডকসের সব সুবিধা বিল্ট-ইন তো থাকছেই, এ ছাড়াও এটিকে ক্লাউড স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক যেকোনো ফাইল নির্দিষ্ট পক্ষের সাথে শেয়ার করা যায়।

গুগল ড্রাইভে যা যা করা যায়

যেকোনো ডকুমেন্ট, প্রেজেন্টেশন বা স্প্রেডশিট তৈরি করতে পারবেন অনলাইনেই। চাইলে একাধিক ব্যক্তি মিলে একই ফাইল একই সময়ে সম্পাদনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের সম্পাদিত অংশ তাদের নিজ নিজ নামসহ প্রদর্শন করবে। সেই সাথে ফাইলটি নিয়ে আলোচনার জন্য কমেন্ট করার ব্যবস্থাও থাকছে। এ ছাড়া মাইক্রোসফট অফিস, ওপেন অফিস বা অ্যাপলে তৈরি আপনার ফাইলটিও আপলোড করে সম্পাদনা করতে পারবেন গুগল ড্রাইভে। আবার আপনার ফাইলটি নির্দিষ্ট কিছু ফরম্যাটে পার্সোনাল কমপিউটারে সংরক্ষণ করে নিতে পারেন। কোনো দুর্ঘটনায় আপনার তৈরি ফাইলটি যাতে হারাতে না হয় তাই গুগল ড্রাইভে তৈরি বা সম্পাদনার সময় ফাইলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুগল সার্ভারে সংরক্ষিত হয়।

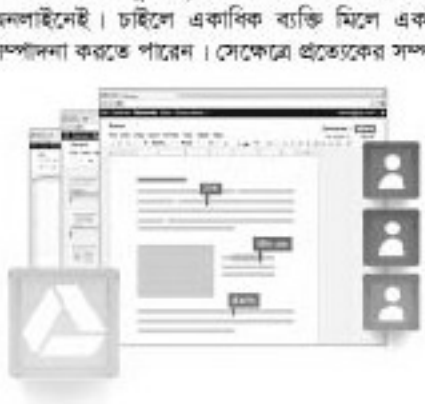

গুগল ড্রাইভের আরেকটি বড় সুবিধা হলো সিনক্রোনাইজেশন। আপনার পিসি বা মোবাইল ফোনের সাথে গুগল ড্রাইভ সার্ভারে রাখা ফাইলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেহালনাগাদ হতে থাকবে। ফলে ঘরে, অফিসে বা রাস্তায় চলমান অবস্থায় আপনার ফাইলটি ঠিক তেমনি পাবেন যেমনটি শেষবার সম্পাদনা করেছিলেন।

গুগল ড্রাইভে রাখা আপনার ফাইলগুলো অনায়াসে অন্যান্য গুগল সেবার সাথে ব্যবহার করতে পারবেন। অনেক ই-মেইল সেবা খুব স্বল্প পরিমাণে অ্যাটাচমেন্টের সুযোগ দিয়ে থাকে। গুগল ড্রাইভ সে সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। যেকোনো ফাইল গুগল ড্রাইভে আপলোড করে তা ই-মেইলে শেয়ার করে ফাইল সংযুক্তির ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে গুগল ড্রাইভে রাখা ছবিগুলো সহজেই গুগল প্লাসে শেয়ার করার সুযোগ থাকছে।

গুগলের প্রথম সেবা ছিল শক্তিশালী সার্চ ইঞ্জিন তৈরির মাধ্যমে বিশ্বটিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা। গুগল ড্রাইভেও তারা তাদের সেই অঙ্গীকার রক্ষা করে। লাখ লাখ ফাইলের মধ্যে নির্দিষ্ট ফাইলটি সার্চ বক্সের সাহায্যে নির্ভুলভাবে খুঁজে পেতে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না। গুগল ড্রাইভে রাখা মানুষের চেহারা বা যেকোনো বস্তু চিনে নিতে পারবে এই অনলাইন সেবা। ফলে নাম দিয়ে সার্চ করলেও গুগল গগলস প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই ছবি খুঁজে পাবেন সার্চ রেজাল্টে। গুগলের ছবি থেকে সার্চ করার প্রযুক্তির নাম গুগল গগল (Google Goggle)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি যদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ছবি আপনার গুগল ড্রাইভ ফোল্ডারে সংরক্ষণ করে রাখেন তবে সেই ছবি খুঁজে পাবেন শুধু ওবামার নামটি দিয়েই। এ ছাড়া যেকোনো স্ক্যান করা ডকুমেন্টের টেক্সট সহজেই শনাক্ত করতে পারবে গুগল ড্রাইভ। ফলে আপনার স্ক্যান করা পিডিএফ ফাইলের লেখাও সার্চ রেজাল্টে উঠে আসবে।

গুগল ড্রাইভ ৩০টিরও বেশি ফাইল ফরম্যাট সাপোর্ট করে। এর মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফট অফিস ফাইল, ওপেন অফিস ডকুমেন্ট, পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট বা পিডিএফ,

ভিডিও ফাইল, অ্যাপল পেজেস, অ্যাডোবি ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর, জিপ আর্কাইভ, অটোডেস্ক ক্যাড ফাইল, প্রচলিত ছবিসহ আরও অনেক কিছু। এমনকি আপনার কমপিউটারে সেই সফটওয়্যার ইনস্টল করা না থাকলেও আপনি ফাইলগুলো দেখতে পাবেন। অনেকটা আপনার ভার্চুয়াল কমপিউটারের মতো।

শুধু তাই নয়, গুগল ড্রাইভে পাবেন অনেক ফ্রি অ্যাপস, যা আপনাকে নির্দিষ্ট ফাইল নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করবে। যে অ্যাপসটি আপনার দরকার তা সহজেই ক্রোম ওয়েব স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিতে পারবেন আপনার গুগল ড্রাইভে। ছবি ও ভিডিও ফাইল সম্পাদনা থেকে শুরু করে ক্যাড ফাইল পর্যন্ত বিভিন্ন ফাইল তৈরি ও সম্পাদনা করা যাবে গুগল ড্রাইভ অ্যাপসের সাহায্যে।

গুগল ড্রাইভে কাজ করার সময় আপনার ফাইলের প্রত্যেকটি পরিবর্তন সময় ও তারিখসহ ৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। ফলে আপনি চাইলেই ফাইলটির আগের কোনো সংস্করণ ব্যবহার করতে পারবেন।

স্টোরেজ

গুগল ড্রাইভে পাঁচ গিগাবাইট পর্যন্ত ফাইল বিনামূল্যে সংরক্ষণ করতে পারবেন। সেই সাথে জিমেইল ফ্রি অ্যাকাউন্টের স্টোরেজ ক্ষমতা ৭ গিগাবাইট থেকে ১০ গিগাবাইটে উন্নীত করা হবে এবং পিকাসা ওয়েব অ্যালবামে রাখা যাবে ১ গিগাবাইট পর্যন্ত ছবি। আপনার সংরক্ষণ করা ফাইলগুলো ৫ গিগাবাইটের বেশি হলে একটি নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে আরও স্টোরেজ কিনতে পারবেন। সুবিধার কথা এই যে, আপনার কেনা অতিরিক্ত স্টোরেজ জিমেইল এবং পিকাসা অ্যালবামের সাথে শেয়ার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে অতিরিক্ত ২৫ গিগাবাইটের জন্য মাসিক ২.৪৯ মার্কিন ডলার খরচ গুনতে হবে। গুগল ড্রাইভে সর্বোচ্চ ১৬ টেরাবাইট পর্যন্ত ফাইল সংরক্ষণ করা যায়। অতিরিক্ত ফাইল স্টোরেজের জন্য চাঁদার পরিমাণ নিম্নরূপ :

স্টোরেজ	মাসিক চাঁদার হার (মার্কিন ডলার)
২৫ গিগাবাইট	২.৪৯
১০০ গিগাবাইট	৪.৯৯
২০০ গিগাবাইট	৯.৯৯
৪০০ গিগাবাইট	১৯.৯৯
১ টেরাবাইট	৪৯.৯৯
২ টেরাবাইট	৯৯.৯৯
৪ টেরাবাইট	১৯৯.৯৯
৮ টেরাবাইট	৩৯৯.৯৯
১৬ টেরাবাইট	৭৯৯.৯৯

অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে গুগল ড্রাইভের তুলনা

গুগল ড্রাইভ এমন এক সময়ে বাজারে ছাড়া হলো যখন এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের রমরমা অবস্থা। ক্লাউড স্টোরেজের তালিকায় শীর্ষে জাস্ট ক্লাউড থাকলেও গুগল ড্রাইভের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরা হয় ড্রপবক্স এবং স্কাইড্রাইভ। গুগল ড্রাইভ তার ব্যবহারকারীদের দিচ্ছে ৫ গিগাবাইট পর্যন্ত ফ্রি ফাইল স্টোরেজ সুবিধা, যেখানে ড্রপবক্স ও স্কাইড্রাইভের ফ্রি স্টোরেজের সীমা যথাক্রমে ২ গিগাবাইট ও ৭ গিগাবাইট। অতিরিক্ত ১০০ গিগাবাইট স্টোরেজ কিনতে গুগল ড্রাইভে লাগবে বার্ষিক ৬০ মার্কিন ডলার। অতিরিক্ত ১০০ গিগাবাইটের জন্য ড্রপবক্সে লাগবে বার্ষিক ১৯৯ মার্কিন ডলার, যেখানে স্কাইড্রাইভে লাগবে মাত্র ৫০ মার্কিন ডলার। পিসি, উইন্ডোজ, আইফোন ও অ্যান্ড্রোয়েডের জন্য গুগল ড্রাইভের ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার থাকলেও লিনআক্সে আপাতত সে সুবিধা পাচ্ছে না গুগল ড্রাইভ ব্যবহারকারীরা। অপরদিকে সব প্লাটফর্মে ড্রপবক্স চললেও অ্যান্ড্রোয়েড ও লিনআক্সে চলবে না স্কাইড্রাইভ। প্রতিটি ফাইলের আকারের সীমারেখা গুগল ড্রাইভের ক্ষেত্রে ১০ গিগাবাইট এবং স্কাইড্রাইভে তা ২ গিগাবাইট। ড্রপবক্সে ফাইলের আকারের কোনো সীমারেখা নেই। অপরদিকে অ্যাপলের আইক্লাউড শুধু অ্যাপলের পণ্য ব্যবহারকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ। আইক্লাউড দিচ্ছে ৭ গিগাবাইট পর্যন্ত ফ্রি ফাইল স্টোরেজ সুবিধা।

যেভাবে গুগল ড্রাইভ ইনস্টল করবেন

প্রথমেই জেনে রাখা উচিত, গুগল ড্রাইভ আপনার কমপিউটার এবং অনলাইন স্টোরেজের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। আর এই সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে গুগল ড্রাইভ ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার। বর্তমানে পিসি, ম্যাক, অ্যান্ড্রোয়েড এবং আইওএস প্লাটফর্মের জন্য গুগল ড্রাইভ ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার পাওয়া যাচ্ছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে সব ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য গুগল ড্রাইভ সেবা চালু হবে বলে জানা যায়।

গুগল ড্রাইভ সেবা চালু করার জন্য প্রথমে আপনাকে গুগল ড্রাইভ ওয়েব পেজে লগঅন করতে হবে (ঠিকানা : https://drive.google.com/start)। এরপর সাইন ইন বোতামে ক্লিক করে লগইন পেজে যেতে হবে। যদি আগে থেকেই আপনার একটি গুগল অ্যাকাউন্ট থাকে, তবে সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে পারবেন। নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সাইন আপ বোতামে ক্লিক করতে হবে। সাইন ইন করার পর আপনাকে গুগল ড্রাইভ হোম পেজ প্রদর্শন করবে। নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবেন। গুগল ড্রাইভে অ্যাকাউন্ট খোলার পর্ব শেষ। এবার গুগল ড্রাইভ ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার

ইনস্টল করতে হবে। এ জন্য ইনস্টল গুগল ড্রাইভ ফর পিসি (অ্যাপল কমপিউটারের ক্ষেত্রে হবে ম্যাক) বোতামে ক্লিক করুন। এর পরের পেজে আপনাকে গুগলের সেবা ব্যবহারের নীতিমালা দেখাবে, যেখানে অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড ইনস্টল বোতামে ক্লিক করলে অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে ইনস্টলেশন পর্ব শেষ হলে আপনার কমপিউটারে গুগল ড্রাইভ নামে নতুন একটি ফোল্ডার দেখতে পাবেন। স্টার্ট মেনু থেকে গুগল ড্রাইভ চালু করুন। এরপরের পর্দায় আপনাকে গুগল ড্রাইভ আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে বলা হবে। লগইন করা হয়ে গেলে কমপিউটার ও ওয়েব স্টোরেজের মাঝে সমন্বয় পর্ব শুরু হবে এবং ইনস্টলেশন পর্ব শেষ হবে।

গুগল ড্রাইভে কোনো নতুন ফোল্ডার তৈরি, কপি, নাম পরিবর্তন, মুছে ফেলা কিংবা স্থানান্তর করতে পারবেন সাধারণ পদ্ধতিতেই। তৈরি করার জন্য ক্রিয়েট বোতামে এবং অন্যান্য কাজ করার জন্য সেই ফোল্ডারটির পাশের ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে নির্দিষ্ট বোতামে ক্লিক করুন। আপনি চাইলে ▸

ভিন্ন ভিন্ন ফোল্ডার ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে আলাদা করে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে মাউসে রাইট ক্লিক করে চেইঞ্জ কালার অপশনটি নির্বাচন করতে হবে। বাম প্যানেলে লক্ষ করলে ট্র্যাশ অপশনটি খুঁজে পাবেন, যেখানে আপনার ডিলিট করা ফাইলগুলো দেখাবে। ইচ্ছে করলে যেকোনো ফাইল এখান থেকে পুনরুদ্ধার করে নিতে পারেন।

ডিফল্ট সেটিংসে আপনার কমপিউটার ও গুগল ড্রাইভের মধ্যে সিনক্রোনাইজেশন হতে থাকবে। সেক্ষেত্রে 'মাই ড্রাইভ' ফোল্ডারে জমা হবে আগের গুগল ডকস ও নতুন আপলোড করা ফাইলগুলো। তবে এর সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকছে আপনার হাতে। ডিফল্ট সেটিং পরিবর্তন করতে টাস্কবার থেকে গুগল ড্রাইভ আইকনে ক্লিক করে প্রিফারেন্সেস নির্বাচন করুন। এখান থেকে নির্দিষ্ট ফোল্ডারগুলো নির্বাচন, সিনক্রোনাইজেশন চালু বা বন্ধ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অপশন নির্বাচন করে অ্যাপ্লাই চেইঞ্জেস বোতামে ক্লিক করুন।

গুগল ড্রাইভ ও গুগল ক্রোম

যদিও প্রচলিত সব ব্রাউজার গুগল ড্রাইভ ব্যবহারের জন্য সমান উপযোগী, তবে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায় গুগল ক্রোম ব্রাউজারে। অফলাইনে গুগল ড্রাইভ চালনা বা থার্ড পার্টি অ্যাপস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গুগল ক্রোম বেশি সহায়ক।

অফলাইন অ্যাক্সেস সেট করা

কোনো কারণে যদি ইন্টারনেট সংযোগে সমস্যা হয় তো আপনাকে কাজ ফেলে অপেক্ষা করতে হবে না। কারণ অফলাইনে বসেও গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারবেন। অফলাইনে আপনি গুগল ডকসে তৈরি করা ডকুমেন্ট এবং স্প্রেডশিট ফাইল দেখতে পারবেন কিন্তু সম্পাদনা করতে পারবেন না। তবে মাইক্রোসফটঅফিস বা অন্য কোনো সফটওয়্যারে তৈরি করা ফাইল যা গুগল ড্রাইভে আপলোড করা হয়েছিল তা দেখতে এবং সম্পাদনা করতে পারবেন। এজন্য আপনাকে অফলাইন অ্যাকসেস সচল করে নিতে হবে। এখানে একটি বিষয় বিবেচ্য, গুগল ড্রাইভের অফলাইন অ্যাক্সেস শুধু ক্রোমব্রাউজার সমর্থন করে। অফলাইন অ্যাক্সেস সচল করার জন্য গুগল ড্রাইভের বাম প্যানেল থেকে More →Offline Docs নির্বাচন করুন। এরপর Enable Offline Docs লেখা বোতামে ক্লিক করলে প্রথম ধাপ সম্পন্ন হবে এবং ক্রোম ওয়েব স্টোর থেকে প্রোগ্রামটি ইনস্টল করার জন্য Install from Chrome web store লেখা বোতামে ক্লিক করতে বলা হবে। ক্লিক করার পরের পেজে ওয়েব স্টোর থেকে অ্যাড টু ক্রোম বোতামে ক্লিক করুন। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর প্রোগ্রামটি ইনস্টল হবে এবং আপনার গুগল ড্রাইভ অফলাইন অ্যাক্সেসের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাবে। অফলাইন অ্যাক্সেস বন্ধ করতে ওপরের ডান কোনা থেকে সেটিংস বোতামে ক্লিক করে Stop using Docs offline অপশনটি নির্বাচন করতে হবে।

গুগল ড্রাইভ অ্যাপস

গুগল ড্রাইভের কাজ এখানেই শেষ নয়। গুগল সবসময় কাজ করে যাচ্ছে কিভাবে তার ব্যবহারকারীদের আরও উন্নততর সেবা দেয়া যায়। আর

এই লক্ষ্য নিয়েই গুগল ড্রাইভ অ্যাপসের সৃষ্টি। গুগল ড্রাইভ অ্যাপস পাওয়া যাবে ক্রোম ওয়েব স্টোরে (ঠিকানা : http://goo.gl/v2Kav)। যে অ্যাপ্লিকেশনটি পছন্দ হবে তাতে অ্যাড টু ক্রোম বোতামে ক্লিক করে প্রয়োজন অনুযায়ী অথরাইজ করে দিলেই তা গুগল ড্রাইভে যুক্ত হবে। অ্যাপসগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য গুগল ড্রাইভে সেটিংস বোতামে ক্লিক করে ম্যানেজ অ্যাপস নির্বাচন করতে হবে। এভাবে আপনার গুগল ড্রাইভকে করতে পারেন আরও অনেক বেশি উৎপাদনশীল।

সীমাবদ্ধতা

গুগল ড্রাইভ বাজারে বিদ্যমান ক্লাউড স্টোরেজগুলোর তুলনায় অনেক নতুন। এখনও সব সুবিধা পূর্ণরূপে পাওয়া যাচ্ছে না। এখনও লিনআক্স ব্যবহারকারীদের জন্য কোনো ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার তৈরি হয়নি। ফলে তারা সিনক্রোনাইজেশন সুবিধা পাচ্ছে না। ঠিক একই সমস্যা মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্যও। শুধু অ্যান্ড্রোয়েড ও আইওএস প্লাটফর্মে গুগল ড্রাইভ চলবে, উইন্ডোজ মোবাইল বা ব্ল্যাকবেরি ফোনের জন্য ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার এখনও তৈরি হয়নি।

গুগলের খাতায় ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। যেখানেই তারা হাত দিয়েছে, সাফল্যের শিখরে অবস্থান করেছে। গুগল ড্রাইভের ধারণা অনেক পুরনো হলেও তা বাজারে এসেছে খুব বেশিদিন হয়নি। এখনও অনেক কিছু দেখার বাকি আছে। অনেক উন্নয়ন, অনেক অগ্রগতি যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। অন্যান্য শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে পাল্লা দিয়ে গুগল ড্রাইভ ব্যবহারকারীদের কত নতুন, কত চমকপ্রদ সুবিধা দেয় তা সময়ই বলে দিতে পারে।

ফিডব্যাক : contact@mhasan.me